ইমাম অদৃশ্যে থাকার সময় তার অনুসারীদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১- নিম্মলিখিত দোয়াটি পড়া যা আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের কাছে ইমাম মাহ্দীর (আঃ) ব্যাপারে বেশী করে জানতে চেয়ে প্রর্থনা করা ঃ

(اَللّٰهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَكَ لَمْ اَعرِفْ نَبِيَّكَ، اَللّٰهُمَّ عَرِفْنِی رَسُلَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی رَسُلَكَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اَللّٰهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِی)

হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার সত্ত্বার সাথে পরিচয় করিয়ে দাও। যদি তুমি তোমার সত্ত্বাকে আমার প্রতি পরিচয় না করাও তাহলে আমি তোমার নবীর সাথেও পরিচিত হতে পারবো না। হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার রাসূলের সাথে পরিচয় করিয়ে দাও। যদি তুমি আমাকে তোমার রাসূলের সাথে পরিচয় না করিয়ে দাও তাহলে আমি তোমার হুজ্জাতের সাথেও পরিচিত হতে পারবো না। হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার হুজ্জাতের সাথে পরিচয় করিয়ে দাও। যদি তুমি তোমার হুজ্জাতের সাথে আমাকে পরিচয় না করিয়ে দাও তাহলে আমি আমার দ্বীনের থেকে পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাব [১]।

২- এই দোয়াটি পড়া ঃ

(يا اَللّٰه يا رَحْمَنُ يا رَحيمُ يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلی دينك)

হে আল্লাহ্! হে রহমান! হে রাহীম! হে ক্বলবের কর্তৃত্বশীল! আমার ক্বলবকে তোমার দ্বীনের উপর স্থিতিশীল করে দাও [২]।

৩- ইমামের জন্য দোয়া করা, যেমন এই দোয়াটি পড়া ঃ

(اَللّٰهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَوٰتُكَ عَلَيْه وَ عَلیَ آبائه فِی هَذه السَّاعَةِ وَ فِی كُلِّ ساعَةِ وَلِياً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتَّی تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فِيها طَويلا)

হে আল্লাহ! হুজ্জাত ইবনুল হাসান (আজ্জালাল্লাহুশ শারিফ)-এর জন্য যার ও যার পুর্বপুরুষদের উপর তোমার দুরুদ হচ্ছে ঠিক এই সময় এবং প্রতিটি সময় তুমি তার অবিভাবক, রক্ষাকারী, পথনিদের্শক, সাহায্যকারী, নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালনাকারী হও এবং তাকে তোমার জমিনের উপর ফজিলাত ও মর্যাদা দিয়ে প্রতিনিধি করে নিদিষ্ট স্থানে অধিষ্টিত কর, আর তাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য জমিনের বুকে সৌভাগ্যবান কর [৩]।

৪- তাঁর জন্যে দরুদ শরিফ পাঠ করা এবং তাঁর আবির্ভাব তরান্বিত হওয়ার জন্য দোয়া করা ঃ

(اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُم)

হে আল্লাহ্ নবী (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর তোমার রহমত বর্ষণ কর আর ইমাম মাহ্দীর (আঃ) আবির্ভাবকে তরান্বিত কর।

ইমাম মাহ্দীর (আঃ) কাছ থেকে রেওয়ায়েত এসেছে যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার দ্রুত আবির্ভাবের জন্য প্রচুর পরিমানে দোয়া করবে, কেননা তাতে তোমাদের সুফল রয়েছে[৪]।

৫- জুমা'র দিনে ইমাম মাহ্দীর (আঃ) যিয়ারত পড়া যা মাফাতিহুল জেনানে উল্লেখিত আছে।

৬- দোয়ায়ে নুদবাহ্ পড়া। প্রতি জুমা'র দিনে, ঈদে ফেতর ও ঈদে কোরবান এবং ঈদে গাদীরের দিনে।

১। আকমালুদ দ্বীন ও এতমামুন নেয়ামাত, খন্ড- ২, পৃঃ- ৩৪২।

২। আকমালুদ দ্বীন ও এতমামুন নেয়ামত, খন্ড- ২, পৃঃ- ৩৫২।

৩। মাফাতিহুল জেনান -সাবে কদরের আমল অংশে।

৪। আল এহ্তাজাজু, খন্ড- ২, পৃঃ- ২৮৪।

৭- তাঁর নাম শোনার সাথে সাথে উঠে দাড়ানো।

৮- বিভিন্ন যিয়ারত পড়ার সময় তাঁর প্রতি দৃষ্টি রাখা।

৯- বিভিন্ন সমস্যার থেকে থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁর উছিলা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া চাওয়া। মসজিদে জামকারনে গিয়ে তার নামায পড়া।
নিজের ভাল আমলকে তাঁর প্রতি উৎসর্গ করা। যেমন ঃ কোরআন তেলোয়াৎ, হজ্ব, ওমরাহ্‌, তাওয়াফ, তাঁর পক্ষ থেকে ইমামগণের মাজার যিয়ারত করা, তার সুস্থ থাকার জন্য ছদকা দেয়া।

১০- পাপের বিপরীতে প্রকৃতভাবে তওবা করা। যদিও গোনাহ্‌গারদের জন্য সকল সময় তওবা করা ফরজ কাজ। কেননা আমাদের পাপের কারণেই তাঁর অদৃশ্য থাকা।

১১-জনগণকে তার প্রতি নিবন্ধ করা। অর্থাৎ প্রতিটি শিয়া যেন তার কথাকে (আমলের মাধ্যমে ও বলার মাধ্যমে) অন্যের কাছে পৌছে দেয়। যতদূর সম্ভব দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে শক্ত ভূমিকা পালন করা। এগুলো সবই হচ্ছে বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য। কেননা আমরা সব সময় তাঁর আসার অপেক্ষায় থাকবো। আর তাঁর আসার অপেক্ষায় থাকার অর্থই হচ্ছে, আমাদের জীবনকে এমনভাবে তৈরী করবো যেন তিনি তাতে রাজী থাকেন। আচার-আচরণে প্রমাণ করবো যে আমরা ন্যায়ের সাথী এবং তাঁর ন্যায়-নীতিপূর্ণ শাসনামলের অপেক্ষায় আছি। যদি আমাদের আচার-আচারণ, উঠা-বসা আল্লাহ্‌, নবী ও ইমামগণের প্রতি নিবন্ধ না থাকে তাহলে আমরা যতই বলি না কেন যে আমরা তাঁর আসার অপেক্ষায় আছি, আমাদের এই বলা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না।